দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ৮ ...

বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহে অনিয়মের অভিযোগ তলাইয়া দেখা প্রয়োজন

সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ, আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টা দৃষ্টে আমরা ভাবিয়াছিলাম এইবার অন্তত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে বিনামূল্যে বই সরবরাহ লইয়া বড় ধরনের কোন ঘাপলা হইবে না। বাস্তবে সেরকম বড় ঘাপলাবাজির খবর এখনও পাওয়া না গেলেও এ ক্ষেত্রে সেই পুরাতন খেলা একেবারেই থামিয়া নাই। অর্থাৎ দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য কোন কোন ক্ষেত্রে চলিতেছে। গত মঙ্গলবারের দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, বিনামূল্যের সব বই জেলা শিক্ষা অফিসে ইতোমধ্যে পৌঁছাইলেও অনেক শিক্ষার্থী এখনও বই পায় নাই। অর্থাৎ শিক্ষা অফিস হইতে সেগুলি আর স্কুল পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা পথিমধ্যেই উহার যাত্রা থামাইয়া দিয়া চোরাই পথে বইয়ের দোকানে চালান করিয়া দিতেছে। কোনো কোনো শিক্ষা কর্মকর্তা এ ধরনের অসাধু কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত বলিয়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা অভিযোগ করিয়াছেন। এই কর্মকর্তা যথার্থই প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, জেলা অফিসে বই পৌঁছাইয়া দেওয়া হইলেও সেগুলি কেন অদ্যাবধি স্কুলগুলিতে পৌঁছাইল না? আসলেইতো বিষয়টি খতাইয়া দেখার বা তদন্তের দাবী রাখে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন জানাইয়াছেন, এবার ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬২ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ১৯ কোটি বই ছাপা হইয়াছে এবং তাহা জেলা শিক্ষা অফিসগুলিতে সময়মতো পৌঁছাইয়াও দেওয়া হইয়াছে। অপর এক কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে জানান যে, হিসাব অনুযায়ী ঢাকা জেলায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বই কম হইবার কথা। কিন্তু জেলা অফিস সূত্রে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার বই কম থাকার কথা বলা হইতেছে। এক্ষেত্রে প্রথম জনের বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, ২ লক্ষ ২০ হাজার বই কম থাকিবার ঘটনাটি ঘটিল কি করিয়া? আর যদি দ্বিতীয় বক্তব্যটি সঠিক হয় তাহা হইলে প্রথমোক্ত দাবীটি মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে না কি? সুতরাং, আসলে কি হইয়াছে বা হইতেছে উহা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী। পক্ষান্তরে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদেরকে এক্ষেত্রে আবার অন্যরকম ভাষ্য দিতে দেখা যাইতেছে। তাহারা বলিতেছেন যে, বই জেলায় পৌঁছাইলেই অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে তাহা স্কুলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। তাহারা আরও বলিয়াছেন, বিনা মূল্যের সব বই নাকি সকল জেলা শহরে এখনও পৌঁছায় নাই। তাহাদের মতে, রাজধানীসহ দেশের বেশিরভাগ স্কুলেই প্রাথমিকের সব বই পৌঁছে নাই। এনসিটিবির এ বিষয়ক বক্তব্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা জানান যে, রাজধানীতে প্রাথমিক স্তরে বইয়ের চাহিদা ছিল ৩১ লক্ষ, তন্মধ্যে প্রথমে ২৭ লক্ষ এবং পরে বাফার স্টক হইতে ৫ লক্ষ বই প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং, প্রাথমিকের বই লইয়া কোন সংকট থাকিবার কথা নহে। অন্যদিকে, আবার রাজধানীর অলিতে গলিতে স্থাপিত কিন্ডারগার্টেনের জন্যও বই সরবরাহের বিষয় রহিয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য যে সকল কিন্ডারগার্টেন সরকারের অনুমোদন লইয়া পরিচালিত হইতেছে সেগুলি বিনামূল্যে বই পাইবে। এজন্য তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং আরো ৮৪ লক্ষ বই ছাপিতে হইবে।

যাহা হউক, বই পরিস্থিতি তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ভিকারুননেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল মডেল স্কুলসহ বেশ কয়েকটি নামী-দামী স্কুল পরিদর্শন করিয়া বইয়ের সংকট দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার মতে বই সংকট থাকিবার কথা নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সংকট কেন হইল উহা জানা দরকার। ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঝালকাঠি ও অন্য অনেক স্থানেই শতভাগ বই এখনও পৌঁছায় নাই এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে করা হইয়াছে।

বিষয়টিকে তাই হাল্কাভাবে দেখার কোন অবকাশই নাই। আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃঢ়প্রত্যয়ের কথা বেশ কিছুকাল ধরিয়াই শুনিয়া আসিতেছি। বিশেষত টেক্সট বুক বোর্ডের গুদামে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিপুল সংখ্যক বই পুড়িয়া যাওয়ার পরও শিক্ষামন্ত্রী যে দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা এবং আন্তরিকতার সহিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করিয়াছেন উহা সত্যই প্রশংসার্হ। তবে এখনও যে অনেক স্থানে বই পৌঁছে নাই এজন্য দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই যে দায়ী উহা সহজেই বোঝা যায়। মানুষ গড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তারা যখন ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে পুঁজি করিয়া বিত্তবৈভবের মালিক বনিতে চান তখন সে সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। তাই ইহাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ না করিলে সরকারের আন্তরিকতা, উদ্যোগ আর মহতী প্রয়াসও ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।